বনী ইসরাঈলের পরিচয়

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরগণ বনূ ইসরাঈল নামে পরিচিত। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অপর নাম ইসরাঈল। ইসর অর্থ বান্দা এবং [ ] অর্থ আল্লাহ, অতএব 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ "আল্লাহর বান্দা" (তাফসীরে তাবারী, বাংলা অনু, ১খ, পৃ. ৩৭০; তাফসীর ইবন কাছীর, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৩০১; মাআরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত সং, পৃ. ৩৪; শায়খুল হিন্দের তরজমা, উছমানীর টীকাভাষ্য, টীকা নং ৫, পৃ. ৯; তাফহীমুল কুরআন, ২ ও ৪০ আয়াতের ৫৬ নং টীকা)।

কুরআন মজীদের এক আয়াতে বলা হইয়াছে, "তাহারা ছিল আমারই ইবাদতকারী" (২১ : ৭৩), এই কারণেও

তাঁহার উক্ত নামকরণ হইতে পারে। ইবনুল আছীর বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক নিহত হওয়ার ভয়ে তিনি রাত্রে বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়া মামার বাড়ি যান। পথিমধ্যে তিনি রাত্রে ভ্রমণ করিতেন এবং দিনের বেলা নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম করিতেন। এই রাত্রি ভ্রমণের জন্য তাঁহার উক্ত নামকরণ হয় (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৬)। কুরআন মজীদে ইদাফাত ছাড়া একবার মাত্র এই নামের উল্লেখ আছে (দ্র. ৩ : ৯৩)। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইসরাঈল অর্থ আল্লাহর বান্দা (তাবারী, ১খ, পৃ. ৩৭০)। একটি হাদীছ হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। একদল ইয়াহূদী নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়াকূব (আ)-ই যে ইসরাঈল তাহা কি তোমরা জান? তাহারা বলিল, আল্লাহর

শপথ! আমরা তাহা জানি। নবী (স) বলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন (আবু দাউদ তায়ালিসীর বরাতে তাফসীর ইব্ন কাছীর, বাংলা অনু, ১খ., পৃ. ৩০১)। আল্লামা ইবন কাছীর বলেন, একদা মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। ফেরেশতা পরাজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, আপনার নাম কি? তিনি বলেন, ইয়াকূব । ফেরেশতা বলেন, এখন হইতে আপনার নাম "ইসরাঈল"। ইয়াকূব (আ) তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অদৃশ্য হইয়া যান। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইনি আল্লাহর ফেরেশতা (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৬)। ইহা বাইবেলের বিকৃত ঘটনার মার্জিত রূপ বলিয়া মনে হয়। কারণ বাইবেলের হাস্যাস্পদ বিবরণ অনুযায়ী

ইসরাঈল অর্থ “আল্লাহর সহিত যুদ্ধকারী” এবং তাহাতে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত আছে (দ্র. আদিপুস্তক, ৩২ : ২৪-৩০)। অতএব ‘বনূ ইসরাঈল’ অর্থ ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর।

কুরআন মজীদে ১৬টি সূরায় মোট ৪০ বার ‘বনী ইসরাঈল’ যৌগিক শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। চার স্থানে ইয়া বানী ইসরাঈল (হে বনূ ইসরাঈল) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং একটি সূরার নামকরণ করা হইয়াছে ‘সূরা বনী ইসরাঈল। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বারো পুত্র হইতে উদ্‌ভূত বারোটি গোত্রের সমষ্টিই একসঙ্গে বনূ ইসরাঈল নামে অভিহিত। কুরআন মজীদে যত গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা আসিয়াছে, তন্মধ্যে বনূ ইসরাঈলের আলোচনা সর্বাধিক। অবশ্য এইসব আলোচনায়

তাহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বিকৃত করা হয় নাই, বরং আল্লাহ তাআলা তাহাদেরকে যেসব অবিস্মরণীয় সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছেন, তাহাদের আল্লাহর দীনের ধারক-বাহক ও প্রচারক হিসাবে যে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন, সেই দায়িত্ব পালনে তাহারা যে অনীহার পরিচয় দিয়াছে, আল্লাহর বিধান বেপরোয়াভাবে লংঘন করিয়াছে, এমনকি নবী-রাসূলগণকে হত্যা পর্যন্ত করিয়াছে, এক পর্যায়ে শিরকে লিপ্ত হইয়াছে, এইসব বিষয়ের আলোচনা আসিয়াছে। তাহাদেরকে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, মুহাম্মাদ (স) যে দীনসহ প্রেরিত হইয়াছেন তাহা পূর্বকালের নবীগণেরই দীন। অতএব তাহাদেরই সর্বাগ্রে এই দীন গ্রহণ করা উচিৎ।

ইয়াকুব (আ)-এর দ্বাদশ পুত্র হইতে উদ্‌ভূত দ্বাদশ গোষ্ঠী হইল : রূবেন, শিমিয়ন, লেবী, যিহূদা, দাম, নপ্তালী, গাদ, আশোর, ইযাখর, সম্পূন, ইউসুফ (যোসেফ) ও বিন্যামিন-এর বংশধর। হযরত মূসা (আ)-এর যুগে তাঁহার নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ করিয়া সিনাই উপদ্বীপে পৌঁছার পর তাহাদের আদমশুমারি করা হয়। ইহাতে লেবীর বংশের জনগোষ্ঠী ব্যতীত তাহাদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৬,০৩,৫৫০ জন যুদ্ধে গমনযোগ্য পুরুষ; নারী ও শিশুদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় নাই (দ্র, বাইবেলের গণনাপুস্তক, ১ : ১-৪৬)। উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদে নাম উল্লেখ ছাড়া এই বারো গোত্রের উল্লেখ আছে (দ্র. ৫ : ১২; ২ : ৬০)। কুরআন মজীদে তাহারা সমষ্টিগতভাবে “ইয়াহূদ” নামেও উল্লিখিত

হইয়াছে (দ্র. ২ : ১১৩; ১২০; ৩ : ৬৭; ৫ : ১৮, ৫১, ৬৪, ৮২; ৯৪ ৩০)। এই বনী ইসরাঈল ইয়াহদী বা Jews নামে পরিচিত।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মিসরীয় স্ত্রী হাজার (a) (বাইবেলে হাগার)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধারা বনূ ইসমাঈল নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের অধিবাস ছিল আরব উপদ্বীপে। তাঁহার ইরাকী স্ত্রী সারার (বাইবেলে সারি) গর্ভজাত হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধারা পুত্র ইয়াকূব (আ)-এর মাধ্যমে বন্ ইসরাঈল নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের অধিবাস ছিল সিরিয়ায় (শাম)। প্রাচীন ভূগোলে ফিলিস্তীন নামে স্বতন্ত্র কোন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। ঐ নামের বর্তমান ভূখণ্ড ছিল সিরিয়ার অংশ। হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ জন্মভূমি (উর/মেসোপটামিয়া) হইতে সস্ত্রীক মিসর

গমন করেন এবং তথা হইতে সিরিয়ায় পৌঁছিয়া বর্তমান ইসরাঈলের ব্রেনে (বর্তমান নাম আল-খলীল) বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই তাঁহার পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আ) আরব উপদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আ) সিরিয়ায় থাকিয়া যান (বিস্তারিত দ্র. ইবরাহীম নিবন্ধে)। তাঁহার পুত্র ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর বনী ইসরাঈলই ইতিহাসে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই গোষ্ঠীকে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দীনের প্রচার এবং সে দীন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করার জন্য মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ এই বংশে চার হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। মহানবী (স) বলেন :

“আল্লাহ তাআলা আশি হাজার নবী প্রেরণ করেন, তম্মধ্যে চার হাজার নবী প্রেরণ করেন বনী ইসরাঈলে” (কানযুল উম্মাল, ১১খ., পৃ. ৪৮২, নং ৩২২৭৮; আরও দ্র. নং ৩২২৮০, পৃ. ৪৮৩)। মশহুর রিওয়ায়াতে নবীদের (আ) সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার (ইবন কাছীর, তাফসীর, ১খ., ৪৬৫)।

কুরআন মজীদে সর্বপ্রথম (বিন্যাসক্রম অনুসারে) সূরা আল-বাকারায় ইহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলা হয় :

“হে নবী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। আমি যাহা নাযিল করিয়াছি তোমরা

তাহাতে ঈমান আন। ইহা তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরা উহার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিও না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর" (২ : ৪০-৪১)।

উক্ত আয়াত হইতে শুরু করিয়া সূরা বাকরার বিস্তারিত অংশ জুড়িয়া বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের খণ্ডচিত্র, তাহাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, তাহাদের অবাধ্যাচারিতা এবং সর্বশেষে মহানবী (স)-এর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথমেই তাহাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার কথা স্মরণ করিতে আহবান জানানো হইয়াছে। তাহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহ হইল, তাহাদেরকে

মানবজাতির নেতৃত্বদানের পদে সমাসীন করা হইয়াছিল এবং একইসঙ্গে নবুওয়াত ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করা হইয়াছিল। ২ : ৪৭ আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে । "তোমাদেরকে বিশ্বের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম" (আরও দ্র. ২ : ১২২)।

ইহার পর তাহাদেরকে আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার আহ্বান জানানো হইয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত অনুসরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং বিনিময়ে তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য দানের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেন (যেমন ২ : ৬৩ ও ৯৩; ৪ : ১৫৪ ও ৫ : ৭ আয়াত)। মুফাসসিরগণ আরও বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর

নবুওয়াত স্বীকার করিয়া তাহার অনুসরণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। এই মত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কারণ পরের আয়াতেই (২ : ৪১) তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীআত মান্য করার এবং তাহা প্রত্যাখ্যান না করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

বাইবেল হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত মূসা (আ) তাঁহার জাতিকে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত ভাষণে বলেন : "প্রভু, তোমার সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ একজন নবী উৎপন্ন করিবেন। তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিও ..... তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তাহারা ভালোই বলিয়াছে। আমি তাহাদের জন্য তাহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ একজন উৎপন্ন করিব এবং তাঁহার

মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি তাহাদেরকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব" (বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ : ১৫-১৯)।

হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষায় বাইবেলের লূতন নিয়মের বহু স্থানে মহানবী (স)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে। তিনি তাঁহার অনুসারীদেরকে বলেন, "যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসেন, যখন সেই সহায় আসিবেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন" (বাইবেলের যোহন, ১৫ : ২৬)।

“তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল। কারণ আমি গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিব” (যোহন ১৬ : ৭; আরও দ্র. ১৪ : ১৬-১৭; ২৫-২৬; ১৬ : ১২-১৫)। কুরআনের ভাষায় হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলকে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছেন ।

“মরিয়ম-তনয় ঈসা যখন বলিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল, আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাঁহার সুসংবাদ বহনকারী। পরে সে যখন স্পষ্ট নির্দশনসমূহসহ তাহাদের নিকট লইয়া আসিল তখন তাহারা

বলিতে লাগিল, ইহা তো এক স্পষ্ট জাদু" (৬১৪ ৬)।

মহানবী (স)-এর একটি নাম 'আহমাদ, হাদীছেও তাহা উদ্‌ধৃত হইয়াছে (দ্র. বুখারী, বাংলা অনু., মানাকিব, বাব ১৮, নং ৩২৬৮, ৩খ., পৃ. ৪৫৫; তাফসীর সূরা ৬১, নং ৪৫২৮, ৪খ, পৃ. ৫৬৮; মুসলিম, বাংলা অনু., ফাদাঈল, বাব ৩৪৩, নং ৫৮৯৪, ৫৮৯৫, ৫৮৯৭, ৭খ., পৃ. ৩৪৬; তিরমিযী, বাংলা অনু., আদাব, বাব ৬৭, নং ২৭৭৭, ৫খ., পৃ. ৮১; মুওয়াত্তা, জামে, বাব আসমাউন নবী (স); দারিমী, রিকাক, বাব ৫৯, নং ২৭৭৫, ২খ., ৪০৯)। উল্লেখ্য যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স) সবচেয়ে মারাত্মক বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন ইয়াহুদীদের পক্ষ হইতে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে তুর পাহাড়ে গেলে পেছনে

তাঁহার উম্মাত গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়। তিনি তুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রতি রহমাত বর্ষণের জন্য যে দোআ করেন (৭ : ১৪২-১৫৬), উহার জওয়াবে আল্লাহ তাআলা বলেন : "আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি এবং আমার দয়া-তাহা তো প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারণ করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিবে, যাকাত দিবে এবং আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনিবে। যাহারা অনুসরণ করিবে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাহাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে, যে তাহাদেরকে তাহাদের

গুরুভার ও শৃংখল হইতে মুক্ত করে, যাহা তাহাদের উপর ছিল। অতএব যাহারা তাহার উপর ঈমান আনে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সহিত নাযিল হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম" (৭ : ১৫৬-৭)।

অতএব তাওরাত ও ইনজীলে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বনী ইসরাঈলের ঈমান আনয়নের এই যে আহবান কুরআন মজীদে বিবৃত হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত বর্তমান বাইবেলেও বিদ্যমান আছে। (যাহার কয়েকটি বরাত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আরও দেখা যাইতে পারে নিম্নোক্ত স্থান ও যোহন, ১ : ১৯-২৩)।

বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গীকার আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা

ছিল, তাহারা কেবল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কোন কিছুকে অংশীদার বানাইবে না এবং ইহার সহিত আরও কতিপয় সৎকর্মের অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ বলেন :

‘স্মরণ কর, যখন ইসরাঈল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে” (২ ৪ ৮৩)।

তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও শিরক-এর মূলোচ্ছেদ সম্পর্কে বর্তমান বাইবেলেও অত্যন্ত

জোরালো নির্দেশ বিদ্যমান। “আমার সাক্ষাতে (বা ব্যতিরেকে) তোমার অন্য কোন মাবুদ না থাকুক। তুমি নিজের জন্য খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না, উপরিস্থিত আকাশে, নীচস্থ পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিম্নে পানিতে যাহা যাহা আছে তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না। তুমি তাহাদের সামনে সিজদা করিও না এবং তাহাদের ইবাদত করিও না। কেননা আমি আল্লাহ তোমার সদাপ্রভু নিজ গৌরব রক্ষণে উদ্যোগী” (বাইবেলের যাত্রাপুস্তক ২০ : ৩-৫; বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ, ৫ ও ৭-৯)।

“হে ইসরাঈল শুন! খোদাওয়া আমাদের সদাপ্রভু, একই সদাপ্রভু। আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত শক্তি দ্বারা আপন প্রভু,

সদাপ্রভুর প্রেম করিবে” (দ্বিতীয় বিবরণ, ৬ : ৪-৬)।

“তুমি আপন প্রভু সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে এবং তাহারই নাম লইয়া দিব্য করিবে। তোমরা অন্য দেবগণের চারদিকের জাতিদের দেবগণের অনুগামী হইও না। কেননা তোমার মধ্যবর্তী তোমার খোদা সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী প্রভু। সাবধান পাছে তোমার রব সদাপ্রভুর ক্রোধ তোমার প্রতিকূলে প্রজ্জ্বলিত হয়, আর তিনি ভূমণ্ডল হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করেন” (দ্বিতীয় বিবরণ, ৬ : ১৩-১৫)।

ইয়াহুদী বিশ্বকোষে (Jewish Encyclopedia) লিখিত আছে, বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত বিশেষ দায়িত্ব এই ছিল যে, তাহারা আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিতে থাকিবে এবং সূর্যপূজা, চন্দ্রপূজা ও

তারকাপূজার বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে থাকিবে (উক্ত বিশ্বকোষ, ৬খ., পৃ. ১১-এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু, ১খ., পৃ. ৯৪, টীকা নং ১৬২)। বনী ইসরাঈলের একমাত্র দায়িত্ব ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষীরূপে বসবাস করা (পূ. এ., ৬খ, পৃ. ২; মাজেদী, ঐ; আরও দ্র. বাইবেলের যিশাইয়, ৪৩ ও ১০ ও ১১)। তৌহীদপন্থী জাতি মাত্রই পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ। মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন :

“এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য (আল্লাহর) সাক্ষীস্বরূপ হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয়” (২ : ১৪৩; আরও দ্র. ৪ : ১৩৫; ৫৪ ৮

এবং ২২৪ ৭৮)। মহানবী (স) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করিয়া বলেন : "তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ" (বুখারী, জানাইয, বাবঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, নং ১২৭৬, ১খ., পৃ. ১৮৩; শাহাদাত, বার ৬, নং ২৪৫০, ২খ, মুসলিম, জানাইয, নং ২০৬৭, ৩খ., পৃ. ৩২৯-৩০; তিরমিযী, জানাইয, বাব ৬২, নং ৯৯৬, ২খ, পৃ. ২৫৪-৫; নাসাঈ, জানাইয, বাবঃ মৃতের প্রশংসা, ১ ও ২ নং হাদীস; ইবন মাজা, জানাইয, বাব ২০, নং ১৪৯১-২; যুহদ, 'বাব ২৫, নং ৪২২১)।

একই বিশ্বকোষে আরও বলা হইয়াছে, "আল্লাহর ইবাদতকারী তৌহীদপন্থী সম্প্রদায় হিসাবে বনী ইসরাঈল ছিল মুশরিক সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর" (ঐ বিশ্বকোষ, ৬খ., পৃ. ১১; মাজেদী, ১খ, পৃ.

৯৪)। “রাজনৈতিক জাতিপুঞ্জের মধ্যে সর্বপ্রথম হিব্রুভাষীরাই তাহাদের নবীগণের শিক্ষার মাধ্যমে তৌহীদের (আল্লাহর এককত্ব) শিক্ষায় উপনীত হইয়াছিল (হিব্রু বিশ্বকোষ, ৮খ., পৃ. ৬৫৯-এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী, পূ. স্থা.)।

খৃস্টান ঐতিহাসিকগণও উপরিউক্ত ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। The Historians History of the world গ্রন্থে বলা হইয়াছে :

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝেই তাওহীদের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল (২খ, পৃ. ৩)। খৃস্টীয় বা ইসলামী যাহাই হউক, মানবসভ্যতার বর্তমান সব কয়টি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সুগভীরে এই তৌহীদেরই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, যাহার আহবান ব্যাপকভাবে জানাইয়াছিল সর্বপ্রথম

ইসরাঈলী সম্প্রদায়" (ঐ গ্রন্থ, ২খ., পৃ. ২)। কিন্তু তৌহীদের ধারক ও বাহক এই ইসরাঈলীরা ইয়াহুদী ও খৃস্টান দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আজ প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এমনকি খৃস্টান সম্প্রদায় তাহাদের উপাসনালয়ে মরিয়ম (আ) ও ঈসা (আ)-এর কল্পিত মূর্তি পর্যন্ত স্থাপন করিয়াছে। মহান আল্লাহ বলেন :

"ইয়াহূদীরা বলে, উমায়র আল্লাহর পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। ইহা তাহাদের মনগড়া কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল ইহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ ইহাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে ইহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারা আল্লাহ ব্যতীত ইহাদের পণ্ডিতগণকে (রিব্বী) ও সংসার বিরাগীদেরকে (পাদ্রী) ইহাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং

মরিয়ম-পুত্র মসীহকেও। অথচ তাহারা এক ইলাহ-এর ইবাদত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি অতীব পবিত্র" (৯ : ৩০-৩১)।

"যাহারা বলে, আল্লাহ্ই মরিয়ম-তনয় মসীহ্, তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে। অথচ মসীহ বলিয়াছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ইবাদত কর। কেহ আল্লাহর সহিত শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে। যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই" (৫ : ৭২-৭৩)।

আল্লাহূকে এক ও অদ্বিতীয় ইলাহ মানিয়া লইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করার সঙ্গে সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে সালাত কায়েম, যাকাতদান ইত্যাদিরও নির্দেশ প্রদান করা হয়। তাহাদেরকে সত্যকে মিথ্যার সহিত এবং জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করিতে নিষেধ করা হয় এবং তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর কিতাবকে বিক্রয় (বিকৃত) করিতে নিষেধ করা হয় (দ্র. ২ : ৪১-৪২)।
বাইবেলেও অনুরূপ নির্দেশ বিদ্যমান আছে। "তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও" (যাত্রাপুস্তক, ২০১২; দ্বিতীয় বিবরণ, ৫ : ১৬)। "আপনার দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত (দান) রুদ্ধ করিও না, কিন্তু বরং) তাহার প্রতি মুক্ত হস্ত হইয়া তাহার অভাবজনিত প্রয়োজনানুসারে তাহাকে অবশ্য ঋণ দিও" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ : ৮-

৯)। “এবং বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবা তোমার নগরদ্বারের মধ্যবর্তী এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে” (ঐ, ১৪ : ২৯)। “তুমি আপন দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি, তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি তোমার হাত অবশ্য খুলিয়া রাখিবে” (ঐ, ১৫ : ১১)। আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত না করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহার বিকৃতি সাধণ করে। “তাহারা কুৎসিৎ লাভের অনুরোধে অনুপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ঘরকে ঘর বরবাদ করিয়া ফেলে (বাইবেলের লূতন নিয়মাধীন তীত, ১৪১১)।

বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে এই মর্মেও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিবে না, আপনজনদেরকে স্বদেশভূমি হইতে বিতাড়ন করিবে না (দ্র. ২৪ ৮৪)। কিন্তু

তাহারা এই নির্দেশ লংঘন করিয়া পরস্পরকে হত্যা করে, স্বদেশ হইতে উচ্ছেদ করে এবং মুক্তিপণ আদায় করে (দ্র. ২ : ৮৫)। রক্তপাতের এই নিষেধাজ্ঞা বর্তমান বাইবেলেও একাধিক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়ঃ "তুমি নরহত্যা করিও না" (যাত্রাপুস্তক, ২০ : ১৩)। "তোমার প্রতিপালক সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে নির্দোষ রক্তপাত না হয়, আর তোমার উপরে রক্তপাতের অপরাধ না বর্তে" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৯ : ১০)। "নরহত্যা করিও না। ব্যভিচার করিও না। চুরি করিও না। তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না, প্রতিবাসীর স্ত্রীতে কিংবা তাহার দাসে কি দাসীতে কিংবা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোনও

বস্তুতেই লোভ করিও না” (যাত্রাপুস্তক ২০ : ১৩-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ১৭-২১)।

ইসরাঈলীরা বাইবেলের এই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া শুধু সাধারণ মানুষকেই হত্যা করে নাই, বরং তাহারা আল্লাহর নবীগণকেও পর্যন্ত হত্যা করিয়াছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

“যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের অমনঃলূত কিছুসহ আসিয়াছে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ ও কতককে হত্যা করিয়াছ” (২ : ৮৭; আরও দ্র. ২ : ৬১, ৯১; ৩ : ২১; ১১২; ৪ : ১৫৫; ৫: ৭০)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার উপর নাযিলকৃত বিষয়ের উপর ঈমান আনার জন্য ইসরাঈলীদেরকে আহবান করিলে তাহারা উত্তরে বলে যে, তাহাদের উপর যাহা নাযিল

হইয়াছে তাহাতে তাহারা ঈমান আনিয়াছে। তাহাদের এই ঈমানকে চ্যালেঞ্জ করিয়া নবী (স) জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীগণকে কেন হত্যা করিয়াছিলে (দ্র. ২ : ৯১)? আবার কখনও তাহারা বলিত, "আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করিবে যাহা আগুনে গ্রাস করিবে" (৩ : ১৮৩)। আল্লাহ তাআলা মহানবী (স)-কে তাহাদের এই দাবিকে প্রত্যাখান করিয়া বলিতে বলেন, "আমার পূর্বে তো অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদেরকে

হত্যা করিয়াছিলে” (৩ : ১৮৩)? শুধু তাহাই নহে, তাহারা তো নির্ভীকভাবে তাহাদের বংশেরই নবী হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করার প্রকাশ্য দাবি করিয়াছে (যদিও তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই); “আমরা আল্লাহর রাসূল মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি”, (৪ ও ১৫৭)। বাইবেলের একাধিক স্থানে নবী হত্যার উল্লেখ রহিয়াছে। “কিন্তু তাহারা সদপ্রভুর রাসূলগণকে উপহাস করিত, তাঁহার বাক্য তুচ্ছ করিত এবং তাহার নবীগণকে বিদ্রূপ করিত। তন্নিমিত্ত শেষে আপন প্রজাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ উত্থিত হইল। অবশেষে আর প্রতিকারের উপায় রহিল না (বাইবেলের ২ বংশাবলী, ৩৬ : ১৬)। “তোমাদেরই খড়গ বিনাশক সিংহের ন্যায় তোমাদের ভাববাদীগণকে গ্রাস করিয়াছে” (বাইবেলের

যিরমিয় ২ ও ৩০)। “হে ইয়াকূবের কুল, হে ইসরাঈল কুলের সমুদয় গোষ্ঠী! সদাপ্রভুর বাক্য শোন। সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আর কি অন্যায় দেখিয়াছে যে, তাহারা আমা হইতে দূরে গিয়াছে, অসারতার অনুগামী হইয়া অসার হইয়াছে” (ঐ, ২ : ৪)?–তথাপি তাহারা অবাধ্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিল, তোমার ব্যবস্থা পশ্চাত দিকে ফেলিল এবং তোমার যে ভাববাদীগণ তোমার প্রতি তাহাদেরকে ফিরাইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেন তাহাদেরকে বধ করিল এবং মহা অসন্তোষকর কর্ম করিল” (বাইবেলের নহিমিয়, ৯ ও ২৬)।

বাইবেলের খৃস্টান ধর্মীয় অংশেও অনুরূপ সাক্ষ্য বিদ্যমান : “হে শক্ত গ্রীবেরা এবং হৃদয়ে ও কর্মে অচ্ছিন্নত্বকেরা .... তোমাদের

পিতৃপুরুষেরা কোন্ ভাববাদীকে তাড়না না করিয়াছে? তাহারা তাহাগিকেই বধ করিয়াছে" (বাইবেলের প্রেরিতদের কার্য, ৭ : ৫১-৫২)। "ইহাতে তোমরা তোমাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে, যাহারা ভাববাদীগণকে বধ করিয়াছিল, তোমরা তাহাদেরই সন্তান।... হা যেরুসালেম যেরুসালেম! তুমি ভাববাদীগণকে বধ করিয়া থাক ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয় তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক" (বাইবেলের মথি, ২৩ : ৩১-৩৭; আরও দ্র. লুক, ১৩ ও ৩৪)। ইয়াহূদী রাজা হেরোধ এক নর্তকীর আবদার রক্ষা করিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করায় (তু. মথি, ১৪ : ১-১২; মার্ক, ৬ : ১৪-২৯; লূক, ৯ ও ৭-৯)। ইউশা, ইয়ারমিয়া ও যাকারিয়া (আ)-কেও তাহারা হত্যা করে। অবশ্য ইহার প্রতিশোধও তাহাদের উপর

নামিয়া আসে। তাহারা নবীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও পরিহাস করিত। তাঁহাদের বাক্যকে তুচ্ছ ও বিদ্রূপ করিত। ফলে শেষ পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ উত্থিত হইল। তিনি কালদীয়দের রাজাকে তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং তাহারা তাহাদের যুবকদিগকে তাহাদের উপসনালয়ে খড়্গ দ্বারা হত্যা করে এবং যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ সকলের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে। সে তাহাদের জনপদ ও উপাসনালয় লুণ্ঠন করিল এবং উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ করিল (তু. ২ বংশাবলী, ৩৬ : ১৫-২১)। বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত হযরত ঈসা (আ) এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত

জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং অভিশাপের অসহনীয় বোঝা তাহারা আজও বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)।

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা দাউদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল। কারণ তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তাহারা যেসব গর্হিত কাজ করিত তাহা হইতে তাহারা একে অপরকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত তাহা কতই না নিকৃষ্ট" (৫ : ৭৮-৭৯)।

দাউদ (আ)-এর অভিশাপ যাবুর ৭৮ : ২১-২৩-এ এবং ঈসা (আ)-এর অভিশাপ মথি, ২৩ ও ৩১-৩২-এ পরোক্ষভাবে উল্লিখিত আছে। কুরআন মজীদে মোট নয়বার

ইহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ (লানত) উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. ২৪ ৮৮, ৮৯; ৪ : ৪৬, ৪৭, ৫২; ৫ : ১৩, ৬০ ও ৬৪)।

"আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাহিরে যেখানেই তাহাদেরকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং হীনতাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করিত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিত। ইহা এইজন্য যে, তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত" (৩ : ১১২)।

বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে আরও দ্র. নিবন্ধ হযরত মূসা (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত মুহাম্মাদ (স)। মোটকথা নবী-রাসূলগণের অবমাননা এবং

তাহাদেরকে হত্যা করার অভিযোগ কুরআন মজীদই সর্বপ্রথম ইয়াহুদীদের প্রতি আরোপ করে নাই, বরং তাহাদের নিজস্ব কিতাবই তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম উক্ত অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। কুরআন কেবল উহার পুনরুক্তি করিয়াছে এবং উহার সত্যতা সমর্থন করিয়াছে।

ইসরাঈলীদের, বিশেষত তাহাদের আলিম সম্প্রদায়ের আরেকটি মারাত্মক অপকর্ম এই যে, তাহারা তাহাদের নবীগণের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি সাধন (তাহ্রীফ) করিয়াছে শব্দগতভাবে, অর্থগতভাবে, মূল শব্দ অপসারণ করিয়া অথবা তদস্থলে নূতন শব্দ প্রবিষ্ট করাইয়া বা আসল তথ্য গোপন করিয়া তাহাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল যে, তাহারা যেন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর কিতাব

বিক্রয়ের ব্যবসায় না করে (২৪ ৪১), সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করে এবং জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন না করে (২৪ ৪২)। কিন্তু তাহারা তাওরাত ও ইনজীলের সম্ভাব্য সকল প্রকার তাহরীফ সাধন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই।

“অথচ তাহাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তাহারা উহা হৃদয়ঙ্গম করার পরও সজ্ঞানে উহার বিকৃতি সাধন করে” (২৪ ৭৫)।

“ইয়াহুদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলি স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে” (৪ : ৪৬; আরও দ্র. ৫ : ১৩ ও ৪১)।

বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আসমানী কিতাব বিকৃতির অভিযোগ শুধু কুরআনই উত্থাপন করে নাই, বাইবেলেও এই অভিযোগ করা

হইয়াছেঃ “কারণ অনেক অদম্য লোক অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে, বিশেষত ত্বকছেদীদের মধ্যে আছে.... তাহারা কুৎসিত লাভের অনুরোধে অনুপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কখন কখন একেবারে ঘর উল্টাইয়া ফেলে” (তীত, ১ : ১০-১১)। তাহারা এতটা দুঃসাহস দেখাইয়াছে যে, নিজেদের পক্ষ হইতে মনগড়া কিছু রচনা করিয়া তাহা আল্লাহর কিতাবের অংশ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

“অতএব দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, ইহা আল্লাহর নিকট হইতে। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য রহিয়াছে তাহাদের ধ্বংস এবং তাহারা যাহা উপার্জন করে তাহার জন্যও তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য” (২৪ ৭৯)।

বনী ইসরাঈলের এই বেপরোয়াভাবে মারাত্মক অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে। তাহাদের একটি ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস। তাহারা মনে করে যে, তাহারা যাহাই করুক না কেন, সেজন্য তাহাদেরকে দোযখবাসী হইতে হইবে না, তাহাদের মহান পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) দোযখের দরজায় দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং তিনি তাহাদেরকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া তাহারা দোযখের দরজায় পৌঁছিয়া নিজেদের অপরাধ কর্মের স্বীকারোক্তি করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। কারণ তাহারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার সন্তান (দ্র. ৫ : ১৮)। যদিও বা তাহারা দোযখে প্রবেশ করে তবে সামান্য কয়েক দিনের জন্য (দ্র. ২ : ৮০)। ইয়াহুদী

বিশ্বকোষে তাহাদের বিশ্বাস এইভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে ও দোযখের আগুন ইয়াহুদী জাতির পাপীদিগকে স্পর্শও করিবে না। কেননা তাহারা জাহান্নামের দরজায় পৌঁছা মাত্রই নিজেদের পাপের স্বীকারোক্তি করিবে এবং প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিবে" (৫খ,, পৃ. ৫৮৩)। ইয়াহূদীদের তালমুদ গ্রন্থের নির্বাচিত সংকলন Every mans Library Series-এ লিপিবদ্ধ আছে : কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ) দোযখের দরজায় উপস্থিত থাকিবেন এবং কোনও খাতনাকৃত ইয়াহূদীকে তাহাতে পতিত হইতে দিবেন না" (পৃ. ৪০৪)। "দোযখের আগুন ইয়াহদী পাপীদের উপর কোনও ক্ষমতা রাখে না" (পৃ. ৪০৫; তিনটি উদ্‌ধৃতিই তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু., ১খ., পৃ. ১৪৬-৭

হইতে গৃহীত)। মহান আল্লাহ্ তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া বলেন :

"হাঁ, যাহারা পাপকার্য করে এবং যাহাদের পাপরাশি তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়াছে তাহারা দোযখবাসী, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে" (২ : ৮১; আরও দ্র. ২ : ৮৬ ও ৯০)।

এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোনও উপকারে আসিবে না, কাহারও নিকট হইতে কোনও বিনিময় গ্রহণযোগ্য হইবে না, কোনও সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না এবং তাহারা সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না" (২ : ১২৩; আরও দ্র. ২৪ ৪৮)।

যেহেতু বনী ইসরাঈল (ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয় ধর্মাবলম্বী) চূড়ান্তভাবে আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ ত্যাগ করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া

গিয়াছে এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত এবং তাঁহার উপর নাযিলকৃত কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা হেদায়াত লাভের সর্বশেষ সুযোগও হারাইয়াছে, সেহেতু আল্লাহ তাআলা এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিতে মুসলমানদেরকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

“হে মুমিনগণ! তোমারা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না । তাহারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না” (৫ : ৫১)।

“হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে

যাহারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদেরকে ও কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক" (৫ : ৫৭)।

"হে মুমিনগণ! যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তোমরা যদি তাহাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর, তবে তাহারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানাইয়া ছাড়িবে। কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিতে পার যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহার রাসূল রহিয়াছে : কেহ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিলে সে অবশই সরল পথে পরিচালিত হইবে" (৩ : ১০০-১০১)।

গ্রন্থপঞ্জী : আল-কুরআন ও তাফসীরঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯শ মুদ্রণ ১৪১৭/১৯৯৭, আয়াতসমূহের তরজমার জন্য; (২) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু., ১খ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৪১৫/১৯৯৪; (৩) তাফসীরে উছমানী, সৌদী সংস্করণ, শায়খুল হিন্দের অনুবাদ এবং শাব্বীর আহমাদ উছমানীর টীকাভাষ্য; (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরেফুল কোরআন, সৌদি সংস্করণ; (৫) আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর; (৬) ইব্ন কাছীর, তাফসীর, বাংলা অনু, ১খ; (৭) আমীন আহসান ইসলাহী, তাদাববুরে কুরআন, তাজ কোম্পানি, দিল্লী, ১ম সং ১৯৮৯, ১খ।

ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্য : (১) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকার আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি., ১খ.; (২) আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, দারুল ফিকার, বৈরূত তা, বি; (৩) ইবন কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, আল-মাআরিফ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭; (৪) হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন (উর্দু), ৪র্থ সং, দিল্লী ১৪০০/১৯৮০, ১খ., পৃ. ২৭৭-৭৯; (৫) গোলাম নবী অনূদিত আনওয়ারে আম্বিয়া, ৫ম সং, লাহোর তা, বি, পৃ. ৭০-৭৩; (৬) কাদী যায়নুল আবিদীন, কাসাসুল কুরআন, ১ম সং, দেওবন্দ ১৯৯৪; (৭) ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, পৃ. ৯৫-৯৬; (৮) সহীহ আল-বুখারী, আরবী-বাংলা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৬ খণ্ডে সমাপ্ত; (৯) সহীহ মুসলিম, আরবী-বাংলা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ খণ্ডে সমাপ্ত; (১০) জামে আত-তিরমিযী, আরবী-বাংলা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ খণ্ডে সমাপ্ত; (১১) আবু দাউদ, আরবী সংস্করণ; (১২) নাসাঈ, আরবী; (১৩) ইবন মাজা, ফুআদ আবদুল বাকী সম্পাদিত, আরবী, বৈরূত, ২ খণ্ডে; (১৪) সুনানুদ দারিমী, আরবী, ফাওয়ায আহমাদ প্রমুখ সম্পাদিত, কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, ২ খণ্ড, (১৫) মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, আরবী সংস্করণ; (১৬) ইবন মানজুর, লিসানুল আরাব, বৈরূত সং, ৪খ, পৃ. ৩০৩০, কালাম ২ ও ৩।

পাশ্চাত্য উৎস : (১) বাইবেল, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়, যাহা নিবন্ধ গর্ভে উদ্‌ধৃত হইয়াছে; বাংলা, আরবী ও উর্দু তিন ভাষার বাইবেলের সমন্বয়ে বক্তব্য নকল করা হইয়াছে; (২) বাইবেল ডিকশনারী, ইংরেজি বাইবেলের

কেমব্রিজ সংস্করণের পরিশিষ্ট আকারে মুদ্রিত; (৩) Colliers Encyclopedia, ১৩ খ, নিউইয়র্ক; (৪) Americana, ১৫খ, পৃ. ৬৫৫, ৫৩৮; (৫) The Encyclopedia of Religion, ম্যাকমিলান কোম্পানি, নিউ ইয়ার্ক; (৬) The Historians History of the world, logos press, New Delhi, Repr. 1987, vol. 2, P 2-3; (7) Encyclopaedia Britannica, 1962, Xll, P. 856-7.